

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, ডিসেম্বর ২৩, ২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ০৯ পৌষ ১৪১৪ বাৎ/২৩ ডিসেম্বর ২০০৭ খ্রিঃ

নং ৩৯ (মুঃপ্রঃ)।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ০৪ পৌষ, ১৪১৪ বাৎ/১৮ ডিসেম্বর, ২০০৭ খ্রিঃ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লেখিত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হলো।

অর্থ ঋণ আদালত (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৭

২০০৭ সনের ৩৯ নং অধ্যাদেশ

অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৮ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত
অধ্যাদেশ

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৮ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

এবং যেহেতু সংসদ ভাদ্রিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সম্ভোষণকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আণ্ড ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩(১) এর দফা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন ঃ—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই অধ্যাদেশ অর্থ ঋণ আদালত (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৮৯০৫)

মূল্য : টাকা ৪.০০

২। ২০০৩ সনের ৮ নং আইনে নূতন ধারা ৪ক এর সন্নিবেশ।—অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৮ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৪ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৪ক সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

“৪ক। আইন প্রয়োগের ক্ষমতা অন্যত্র অর্পণ।—(১) কোন জেলায় Civil Courts Act, 1887 এর অধীন দেওয়ানী আদালত প্রতিষ্ঠিত না হইয়া থাকিলে উক্ত জেলার স্থানীয় অধিক্ষেত্রে এই আইনের প্রয়োগের ক্ষমতা সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এমন অন্য কোন জেলার সংশ্লিষ্ট দেওয়ানী আদালতকে অর্পণ করিতে পারিবে যে জেলায় উক্ত Act এর অধীন দেওয়ানী আদালত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জারীকৃত প্রজ্ঞাপন সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোন সময় পরিবর্তন, সংশোধন বা বাতিল করিতে পারিবে।”।

৩। ২০০৩ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৬ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৩) এর “, প্রদেয় কোর্ট ফি প্রদান করিতে হইবে” কমা ও শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৪। ২০০৩ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৭ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৭ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

“(১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাদী, আদালতের জারীকারক কর্তৃক প্রাপ্তস্বীকারসহ রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে শ্রেরণের নিমিত্ত, আরজির সহিত সমন জারীর জন্য সমুদয় তলবানা আদালতে দাখিল করিবেন, এবং আদালত অবিলম্বে উহাদের একযোগে জারীর ব্যবস্থা করিবে, এবং যদি সমন ইস্যুর ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে জারী হইয়া ফেরত না আসে, অথবা তৎপূর্বেই বিনা জারীতে ফেরত আসে, তাহা হইলে আদালত উহার পরবর্তী ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে Code of Civil Procedure, 1908 Order 5 এর rule 20 এর বিধান অনুযায়ী সমন জারী করাইবে।”;

(খ) উপ-ধারা (৩) বিলুপ্ত হইবে।

৫। ২০০৩ সনের ৮ নং আইনের ধারা ১২ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১২ উপ-ধারা (৩) এর “(Power of Attorney)” বন্ধনীগুলি ও শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৬। ২০০৩ সনের ৮ নং আইনের ধারা ২১ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২১ এর উপ-ধারা (৯) বিলুপ্ত হইবে।

৭। ২০০৩ সনের ৮ নং আইনের ধারা ২৮ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২৮ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর “১৮০ (একশত আশি) দিবসের মধ্যে” সংখ্যা, বন্ধনীগুলি ও শব্দগুলির পরিবর্তে “১ (এক) বৎসরের মধ্যে” সংখ্যা, বন্ধনীগুলি ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) “১৮০ (একশত আশি) দিবস” সংখ্যা, বন্ধনীগুলি ও শব্দগুলির পরিবর্তে “১ (এক) বৎসর” সংখ্যা, বন্ধনীগুলি ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। ২০০৩ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৩০ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩০ এর বিদ্যমান বিধান উপ-ধারা (১) হিসাবে সংখ্যায়িত হইবে এবং অতঃপর উক্তরূপ সংখ্যায়িত উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (২) সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

“(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিকার মাধ্যমে নোটিশ জারী করিবার ক্ষেত্রে ডিক্রীদার লিখিতভাবে আদালতকে যে প্রতিকার নাম অবহিত করিবেন আদালত তদনুযায়ী উক্ত প্রতিকার নোটিশ জারী করাইবে।”।

৯। ২০০৩ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৩২ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩২ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

“(২) উপরোক্ত মতে দাবী পেশ করিবার ক্ষেত্রে, দরখাস্তকারী, ডিক্রীকৃত অর্থের, অথবা ডিক্রীকৃত অর্থের আংশিক ইতিমধ্যে আদায় হইয়া থাকিলে অনাদায়ী অংশের, ১০% এর সমপরিমাণ জামানত বা বন্ড দাখিল করিবে, এবং অনুরূপ জামানত বা বন্ড দাখিল না করিলে উক্ত দাবী অগ্রাহ্য হইবে।”;

(খ) উপ-ধারা (৩) এর “দরখাস্তটি” শব্দের পরিবর্তে “লিখিত আপত্তি” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৪) সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

“(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন দাখিলকৃত লিখিত আপত্তি নিষ্পন্ন করিয়া আদালত যদি অবধারণ করিতে পারে যে, উপ-ধারা (১) এর অধীন দাবী সম্বলিত দরখাস্তটি ডিক্রীদারের পাওনা বিলম্বিত বা প্রতিহত করিবার অসাধু উদ্দেশ্যে দায়ের করা হইয়াছিল, তাহা হইলে আদালত উক্ত দরখাস্ত খারিজ করিবার সময় একই আদেশ দ্বারা উপ-ধারা (২) এর অধীন দাখিলকৃত জামানত বা বন্ড বাজেয়াপ্ত করিবে এবং ডিক্রীকৃত টাকা যে পদ্ধতিতে আদায় করা হয়, বাজেয়াপ্ত জামানত বা বন্ডের অধীন টাকা একই পদ্ধতিতে আদালত আদায় করিবে এবং আদায়কৃত অর্থ ডিক্রীদারকে প্রদান করিবে।”।

১০। ২০০৩ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৩৩ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২), (২ক), (২খ) ও (২গ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

“(২) প্রত্যেক দরদাতা, উদ্ধৃত দর অনূর্ধ্ব ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা হইলে উহার ২০%, উদ্ধৃত দর ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক এবং অনূর্ধ্ব ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা হইলে উহার ১৫% এবং উদ্ধৃত দর ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক হইলে উহার ১০% এর সমপরিমাণ টাকার, জামানতস্বরূপ, ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার আদালতের অনুকূলে দরপত্রের সহিত দাখিল করিবেন।

(২ক) দরপত্র সরাসরি নির্দিষ্ট দরপত্র ব্যাঞ্জে কিংবা রেজিস্ট্রীকৃত ডাকযোগে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের মাধ্যমে দাখিল করিতে হইবে।

(২খ) অনুর্ধ্ব ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকার উদ্ধৃত দর গৃহীত হইবার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে, ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক এবং অনুর্ধ্ব ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার উদ্ধৃত দর গৃহীত হইবার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিবসের মধ্যে এবং ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার অধিক উদ্ধৃত দর গৃহীত হইবার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিবসের মধ্যে, দরদাতা সমুদয় মূল্য পরিশোধ করিবেন এবং তাহা করিতে ব্যর্থ হইলে আদালত জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট ডিক্রীদার-আর্থিক প্রতিষ্ঠান লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিয়া দায়কের সুবিধার্থে সময়সীমা বর্ধিত করিবার জন্য অনুরোধ করিলে, আদালত এই উপ-ধারার অধীন নির্ধারিত সময়সীমার অনুর্ধ্ব ৬০ (ষাট) দিবস পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবে।

(২গ) ডিক্রীদারের পক্ষে যদি লিখিতভাবে আদালতকে এই মর্মে অবহিত করা হয় যে, উপ-ধারা (২) এর অধীন দাখিলকৃত দরপত্রে সম্পত্তির প্রস্তাবকৃত মূল্য অস্বাভাবিকভাবে অপর্যাপ্ত বা কম এবং আদালত যদি উহাতে একমত পোষণ করে, তাহা হইলে আদালত, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, উক্ত দর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতে পারিবে।”;

(খ) উপ-ধারা (৩) এর প্রথম লাইনে “উপ-ধারা (২) এর অধীনে” শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও সংখ্যার পরিবর্তে “উপ-ধারা (২খ) এর অধীনে” শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে, এবং পঞ্চম লাইনে “আহত হইবার পরবর্তী ১০ (দশ) দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ মূল্য” শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনীগুলির পরিবর্তে “আহত হইবার পর উপ-ধারা (২খ) এর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পূর্ণ মূল্য” শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৪) এর প্রথম লাইনে “উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) এর বিধান অনুসারে” শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও সংখ্যাগুলির পরিবর্তে “উপ-ধারা (১), (২), (২ক), (২খ), (২গ) ও (৩) এর বিধান অনুসারে” শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও সংখ্যাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে, এবং ৬ষ্ঠ লাইনে “উপ-ধারা (২) ও (৩) এ উল্লিখিত বিধান” শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও সংখ্যাগুলির পরিবর্তে “উপ-ধারা (২), (২ক) (২খ), (২গ) ও (৩) এ উল্লিখিত বিধান” শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও সংখ্যাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৪) এর পর নিম্নরূপ নতুন উপ-ধারা (৪ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

“(৪ক) উপ-ধারা (১) ও (৪) এর অধীন পত্রিকার মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি জারী করিবার ক্ষেত্রে, বাদী লিখিতভাবে আদালতকে যে পত্রিকার নাম অবহিত করিবেন আদালত তদনুযায়ী উক্ত পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করাইবে।”;

(ঙ) উপ-ধারা (৫) এর প্রথম লাইনে “উপ-ধারা (১), (২), (৩), ও (৪) এর বিধান অনুসারে” শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও সংখ্যাগুলির পরিবর্তে “উপ-ধারা (১), (২), (২ক), (২খ), (২গ), (৩) ও (৪) এর বিধান অনুসারে” শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও সংখ্যাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে, এবং তৃতীয় লাইনে “উপ-ধারা (১), (২), (৩) ও (৪) এর বিধান অনুসারে” শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও সংখ্যাগুলির পরিবর্তে “উপ-ধারা (১), (২), (২ক) (২খ), (২গ), (৩) ও (৪) এর বিধান অনুসারে” শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও সংখ্যাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(চ) উপ-ধারা (৬) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৬ক) এবং (৬খ) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

“(৬ক) উপ-ধারা (৫) ও (৬) এর বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে কোন সম্পত্তি, দখল ও ভোগের অধিকারসহ, ডিক্রীদারের অনুকূলে ন্যস্ত করা সত্ত্বেও ডিক্রীদার উক্ত সম্পত্তি উপযুক্ত মূল্যে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করিতে অসমর্থ হন, সেক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তির নির্ধারিত মূল্য কিংবা যুক্তিসংগত আনুমানিক মূল্য বাদ দিয়া, ধারা ২৮ এর বিধান সাপেক্ষে, জারীর মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৬খ) এই ধারায় ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা(৫) এর অধীন কোন সম্পত্তি, দখল ও ভোগের অধিকারসহ, ডিক্রীদারের অনুকূলে ন্যস্ত হইবার ক্ষেত্রে, অনুরূপ ন্যস্ত হইবার ৬ (ছয়) বৎসরের মধ্যে উপ-ধারা (৭) এর অধীন ডিক্রীদারের পক্ষে আদালতের নিকট লিখিত আবেদন করিয়া উক্ত সম্পত্তির মালিকানা অর্জন করা যাইবে এবং তাহা না করা হইলে ৬ (ছয়) বৎসর উত্তীর্ণ হইবার সাথে সাথেই উক্ত সম্পত্তিতে ডিক্রীদারের মালিকানা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বর্তিত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট আদালত হইতে তৎমর্মে ঘোষণা বা সনদ গ্রহণ করা যাইবে।”;

(ছ) উপ-ধারা (৭) এর দ্বিতীয় লাইনে “উপ-ধারা (১), (২) ও(৩) এর বিধানাবলীর কোনরূপ হানি না ঘটাইয়া” শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও সংখ্যাগুলির পরিবর্তে “উপ-ধারা (১), (২), (২ক) (২খ), (২গ) ও (৩) এর বিধানাবলীর কোনরূপ হানি না ঘটাইয়া” শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও সংখ্যাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(জ) উপ-ধারা (৭) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৭ক) ও (৭খ) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

“(৭ক) উপ-ধারা (৫) বা (৭) এর অধীন সম্পত্তির দখল আদালতযোগে প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যিক হইলে, ডিক্রীদারের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে আদালত ডিক্রীদারকে উক্ত সম্পত্তির দখল অর্পণ করিতে পারিবে।

(৭খ) উপ-ধারা (৭ক) এর অধীন ডিক্রীদারকে সম্পত্তির দখল অর্পণ করিবার পূর্বে আদালতকে পুনঃ নিশ্চিত হইতে হইবে যে, উক্ত সম্পত্তির আইনানুগভাবে উহার প্রকৃত মালিক কর্তৃক ডিক্রীর সংশ্লিষ্ট ঋণের বিপরীতে বন্ধক প্রদান করা হইয়াছিল অথবা ডিক্রী কার্যকর করিবার লক্ষ্যে দায়িকের প্রকৃত স্বত্ব দখলীয় সম্পত্তি হিসাবে উক্ত সম্পত্তিই ক্রোক করা হইয়াছিল।”।

১১। ২০০৩ সনের ৮নং আইনের ধারা ৪১ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৪১ এর উপ-ধারা (১) এর “পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিবসের” শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনীগুলির পরিবর্তে “পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিবসের” শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনীগুলি এবং শেষ লাইনের “তাহা হইলে জেলাজজ আদালতে আপীল করিতে পারিবেন” শব্দগুলির পরিবর্তে “তাহা হইলে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে জেলাজজ আদালতে আপীল করিতে পারিবেন” শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১২। ২০০৩ সনের ৮নং আইনের ধারা ৫০ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৫০ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এর “০৮% (আট শতাংশ)” সংখ্যা, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে “১২% (বার শতাংশ)” সংখ্যা, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলি এবং “১২% (বার শতাংশ)” সংখ্যা, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে “১৬% (ষোল শতাংশ)” সংখ্যা, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(খ) উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৪) সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

“(৪) এই ধারার পূর্ববর্তী উপ-ধারাসমূহে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৪১ ও ৪২ এর বিধান অনুযায়ী বিবাদী-দায়িক কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ টাকা বা, ক্ষেত্রমত, জামানত জমা করিয়া উচ্চতর আদালতে আপীল বা রিভিশন দায়ের করিবার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যদি কোন বিবাদী-দায়িক অনুরূপ নির্ধারিত পরিমাণ টাকা বা, ক্ষেত্রমত, জামানত জমা না করিয়া নিম্ন আদালতের আদেশ বা ডিক্রীকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তর্কিত করিয়া হাইকোর্ট বিভাগে রীট আবেদন দায়ের করেন এবং উক্ত রীট আবেদন হাইকোর্ট বিভাগ বা আপীল বিভাগ কর্তৃক খারিজ হয়, তাহা হইলে উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সময়ের জন্য ২৫% বার্ষিক সরল হারে সুদ বা, ক্ষেত্রমত, মুনাফা আবোপিত হইবে।”।

তারিখ : ০৪-০৯-১৪১৪ বঙ্গাব্দ
১৮-১২-২০০৭ খ্রিস্টাব্দ।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ

রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

কাজী হাবিবুল আউয়াল

ভারপ্রাপ্ত সচিব।